হামলা-গ্রেফতারের প্রতিবাদে সিপিবি-বাসদ, বাম মোর্চার বিক্ষোভ
দমন-পীড়ন উপেক্ষা করেই বামপন্থিরা আন্দোলন এগিয়ে নেবে

হরতালে গ্রেফতার ও হামলার প্রতিবাদে সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চার মিছিল

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে এবং চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর দাবিতে সিপিবি-বাসদ, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা আহূত ৩০ নভেম্বর হরতাল চলাকালে ঢাকাসহ সারাদেশে দেড় শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার, নির্যাতন, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১ ডিসেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন এবং ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কমরেড মোশারফ হোসেন নান্নু। সমাবেশ পরিচালনা করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড আকবর আলী খান। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিবি'র সহ-সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, গণসংহতি আন্দোলনের ফিরোজ আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক কমরেড হামিদুল হক, কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আব্দুস সাত্তার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড বহ্নিশিখা জামালী প্রমুখ।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, হরতালের আগেই সিপিবি অফিসে হানা দিয়েছে পুলিশ। সারাদেশে হামলা-নির্যাতন, গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশ 'সনিক ক্যানন' (শব্দ কামান) ব্যবহার করেছে। কিন্তু হামলা-নির্যাতন করে আন্দোলন থামানো যাবে না। হরতাল করেই বামপন্থিরা থেমে থাকবে না। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। সরকারের সকল অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত বামপন্থিরা রুখে দেবে। দমন-পীড়ন উপেক্ষা করেই বামপন্থিরা আন্দোলন এগিয়ে নেবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বামপন্থিরা হরতাল, আন্দোলন করছে জনগণের স্বার্থে। বিএনপি বলছে, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো ঠিক হয়নি। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে তারাও দাম বাড়িয়েছে। আবার আওয়ামী লীগও বিরোধী দলে থাকলে কখনও কখনও দাম বাড়ানোর বিরোধিতা করে। ক্ষমতার বাইরে থাকলে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বুর্জোয়া দলগুলো ক্ষমতার সংকীর্ণ স্বার্থে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে কখনও কখনও জনগণের পক্ষে কথা বলে। আসলে তাদের অবস্থান জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে। জনগণের স্বার্থে আওয়ামী লীগ, বিএনপিকে চিরতরে বিরোধী দলে পরিণত করতে হবে। বামপন্থিদের ক্ষমতায় বসাতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ক্ষমতার মোহে অন্ধ সরকার জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা—নির্যাতন চালিয়ে, জোর করে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা যায় না। আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে যথাযথ জবাব দেওয়া হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার দলীয় একজন নেতা অভিযোগ করে বলেছেন, হরতাল করে নাকি বামপন্থিরা মৌলবাদীদের শক্তিশালী করছে! কিন্তু নির্মম সত্য হচ্ছে, সরকার দলীয় ওই নেতা মৌলবাদী হেফাজতের সঙ্গে সরকারের আপসের উদ্দেশ্যে হেফাজত নেতার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন এবং হেফাজত নেতার পায়ের কাছে বসে পড়েছিলেন। এই সরকার মৌলবাদীদের সঙ্গে আপস করে কীভাবে দেশকে মৌলবাদী ধারায় নিয়ে গেছে সেটা দেশবাসী ভালো করেই জানে। সরকার সম্পূর্ণ অযৌক্তিভাবে সকল মতামতকে উপেক্ষা করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ দেশপ্রেমিক বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছিলেন কীভাবে বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব। দমন-পীড়ন চালিয়ে সরকার জনগণের মুখ বন্ধ করে রাখতে চায়।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরনো পল্টনে এসে শেষ হয়।

বিদ্যুতের অযৌক্তিক মূল্য প্রত্যাহার না করলে আরও কঠোর কর্মসূচি
হরতাল সফল করায় জনগণকে অভিনন্দন

সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চা

৩০ নভেম্বর ১৭ দেশব্যাপী আহূত হরতাল চলাকালে ঢাকা রাজপথে বাসদ-সিপিবি ও বাম মোর্চার মিছিল

৩০ নভেম্বর '১৭ বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার ও চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর দাবিতে সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে পালিত হরতাল শেষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড সাইফুল হকের সভাপতিত্বে সমাপনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য লক্ষ্মী চক্রবর্তী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য বহ্নিশিখা জামালী, গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য তাসলিমা আক্তার, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র ইভা মজুমদার ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির আমেনা আক্তার, প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নাসির উদ্দিন প্রিন্স।

নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে হরতাল সফল করার জন্য দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁরা বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার তাদের দল ও জোটের নেতাকর্মীদের লুটপাটের জন্য বারবার বিদ্যুৎ-গ্যাস ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করছে। স্বাধীনতার পর গত ৪৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগ-বিএনপি, জামাত-জাতীয় পার্টি যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল, তারা দেশকে লুটপাট করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। পুনরায় বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে জাতিকে লুটের সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। নেতৃবৃন্দ সরকারকে অবিলম্বে বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান, নতুবা আরও কঠোর আন্দোলন-কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকার পতনের আন্দোলন সূচিত হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, হরতাল শুরুর আগেই পুলিশ বিনা উস্কানিতে সিপিবি কার্যালয়ে চার রাউন্ড টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে। সিপিবি কার্যালয়ের ৬ষ্ঠ তলায় নেতা-কর্মীদের অবরুদ্ধ করে পাঁচতলা পর্যন্ত দখল করে নেয় পুলিশ। রুমে রুমে তল্লাশি করে সিপিবি'র ১১জন ছাত্র-যুব-শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের আগে ও পরে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। যে সকল পুলিশ অবৈধভাবে সিপিবি কার্যালয়ে প্রবেশ করে ভাঙচুর করেছে, নেতৃবৃন্দকে নির্যাতন করেছে, গ্রেফতার করেছে অবিলম্বে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

হরতালে গ্রেফতার করা হয়েছে : গাইবান্ধায় জোটের নেতা সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য মিহির ঘোষ, মিঠুন রায়, তপন দেবনাথ, পংকজ সরকার, তাহমিদুর চৌধুরী, বাসদ (মার্কসবাদী)'র মিনা, পরমানন্দ, মিলন, মাসুদ, সবুজ; ঢাকার মোহাম্মদপুরে ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আজিজুর রহমান, গণসংহতি আন্দোলনের জুলহাস নাইন বাবু, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আহসান হাবীব লাবলু, ছাত্র ফ্রন্টের বাসুদেব চন্দ্র দাস, শ্রমিক ফ্রন্টের কর্মী মোহাম্মদ স্বজন; খুলনায় সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এস এ রশীদ, ছাত্র ফ্রন্টের মিঠুন মণ্ডল, ছাত্র ইউনিয়নের উত্তম রায়, জামালপুরে সিপিবি'র জেলা সভাপতি মোজহারুল হক, সহকারি সাধারণ সম্পাদক মানিক, ঢাকায় ছাত্রনেতা দীপক শীল, জহর লাল রায়, মোর্শেদ হালিম, নোবেল বড়ুয়া, যুবনেতা শাখারভ হোসেন সেবক, গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা জালাল হাওলাদার, কৃষক নেতা নিমাই গাঙ্গুলী, ক্ষেতমজুর নেতা মোতালেব হোসেন, সিপিবি নেতা আহমেদ তালাত তাহজীব, যশোরে বাসদ-এর মাসুদ, জামালপুরে ছাত্রনেতা সুজনসহ শতাধিক নেতাকর্মী।

নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বলেন, কিশোরগঞ্জে সিপিবি'র জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড অ্যাডভোকেট এনামুল হক, রজব আলী, মাহতাবউদ্দীন, বাসদ-এর জোনায়েদুল ইসলাম, রীতা রানী বর্মন, জাকির, খুলনায় বাসদ-এর লাবণ্য ঘরামী, শান্তনু, লিপন, নিরঞ্জন, সুপ্রভাত, সিপিবি'র নিতাই, মৃত্যুঞ্জয়ের উপর পুলিশ নির্মম নির্যাতন চালায়। এছাড়া কুমিল্লা, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকায় ছাত্রদের কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা প্রদান করে এবং কোথাও কোথাও হরতালের ব্যানার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। নেতৃবৃন্দ পুলিশের এহেন গুন্ডামির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান সরকারের মূল এজেন্ডা নয় : দাম বাড়িয়ে লুণ্ঠনটাই প্রধান

জাতীয় কমিটি

১৪ নভেম্বর '১৭ জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র সভাপতিত্বে গ্রিনরোডের জাহানারা গার্ডেনে কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ফ ম মাহবুবুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তারা বলেন, 'আ ফ ম মাহবুবুল হক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় লুটেরাদের আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন। এই লড়াই অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব।'

সভায় বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের নামে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, 'সরকারের মূল এজেন্ডা বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান নয় বরং দেশি-বিদেশি কিছু গোষ্ঠীর বিপুল মুনাফা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। তাই সকল যুক্তি-তথ্য উপেক্ষা করে, মিথ্যা প্রচার করে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারত-চীন-রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কোম্পানি ও দেশি কিছু ভাগীদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে রামপাল, রূপপুরের মতো দেশবিনাশী প্রকল্প করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের জন্য এর চাইতে অনেক সুলভ ও নিরাপদ পরিবেশবান্ধব পথ যে আছে তা জাতীয় কমিটির প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করা হয়েছে।'

সভায় বক্তারা গ্যাস বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির জন্য সরকারের পাঁয়তারার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা বরং তেল ও বিদ্যুতের দাম কমানোর তাগিদ দেন।

বক্তারা সরকারের দেশ বিনাশী বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনার খসড়া নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে অগ্রসর পরিবেশবান্ধব নিরাপদ ও সুলভ পথে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের দাবিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আবুল হাসান রুবেল, শওকত হোসেন আহমেদ, জুলফিকার আলী, মহিন উদ্দীন চৌধুরী লিটন, সামছুল আলম, নজরুল ইসলাম, মোফাজ্জল হোসেন মোস্তাক, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

বিদ্যুতের দাম বাড়ানো কার স্বার্থে?

ভোক্তা সংগঠন ক্যাব, বিভিন্ন বামপন্থি, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, জ্বালানি বিশেষজ্ঞসহ সকল মহলের মতামত ও সমস্ত তথ্য, যুক্তি উপেক্ষা করে সরকার এক গোয়েমি করে বিদ্যুতের দাম আবারও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমান সরকার তার মেয়াদ কালে এই নিয়ে আট বার বিদ্যুতের দাম বাড়াল। সরকারের ভুলনীতি, দুর্নীতি, অপচয়, লুটপাট, ব্যাক্তিমালিকানাধীন বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফার জন্য দফায় দফায় বাড়ছে বিদ্যুতের দাম। গত কয়েক বছরে গণশুনানিতে এ বিষয়ে বহুবার যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে কিন্তু গণশুনানির উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের ইচ্ছার বাস্তবায়নের লোক দেখানো আইনি পদক্ষেপ। এবারও ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর '১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কোম্পানির দেয়া হিসাব এবং প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছিল বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা নেই। দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ভাবে বলে আসা সরকারের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ হয়েছে সরকারের হিসাব থেকেই। সরকার বলে আসছেন, বিদ্যুতে সরকার ভর্তুকি দেয়। এই ভর্তুকির ভার আর বহন করা সম্ভব নয়। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, ভর্তুকি যদি দিয়েই থাকে তাহলে তা তো বাজেটে সমন্বয় হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে হাজার হাজার কোটি টাকা ঘাটতির প্রশ্ন উঠতে পারে না। আবার অন্যদিকে সরকার হিসাব দেখাচ্ছে যে, ভর্তুকির টাকার সুদ বাবদ প্রতি ইউনিট বিদ্যুতে ২১ পয়সা নাকি ব্যয় হয়। যা বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাবদ দেখানো হয়। অথচ একবার বলছেন ভর্তুকি আর একবার সুদের হিসাব দিচ্ছে এর কারণ কী? সুদ নিলে সেটা তো আর ভর্তুকি থাকে না, তা তখন ঋণ হয়ে যায়। এর কোন সদুত্তর গণশুনানিতে তাঁরা দিতে পারে নাই। এর বাইরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২৬ পয়সা কেটে রাখা হয়, এর সুফল তো জনগণ পায় না।

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমেছে–ফলে, তরল জ্বালানি দিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব। সরকার কথায় কথায় বলে, আমরা দাম বাড়াই না, মুল্য সমন্বয় করি মাত্র। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারের তেলের দামের সাথে সমন্বয় করতে দেখা গেল না। অথচ জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখিয়েছেন জ্বালানি তেলের দাম কমার সাথে সমন্বয় করলে প্রতি ইউনিটে দাম কমানো যাবে ১৪ পয়সা। গণশুনানিতে এবং বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনারে পিডিবির চেয়ারম্যানও এই বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন। এমনকি বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীও বলেছিলেন, তেলের দাম সমন্বয় করলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না, যা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া, পাইকারি বিদ্যুতের দামের পার্থক্য দূর করলে অর্থাৎ সরকার দাম নির্ধারণ করেছে ৪.৯০ টাকা কিন্তু হিসাব দেখানো হয়েছে ৪.৮৫ টাকা হিসাবে। প্রতি ইউনিটে ৫ পয়সা মানে বছরে ২৭০ কোটি টাকা কোথায় যায়? এই শেষ নয়, ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিক্রিতে উদ্বৃত্ত ৮ পয়সা, পাওয়ার ফ্যাক্টর জরিমানা বাবদ সরকারের আদায় ৪ পয়সা যোগ করলে মোট দাঁড়ায় ৭৮ পয়সা । অর্থাৎ ৭৮ পয়সা প্রতি ইউনিটে সাশ্রয় করা যায়। তাহলে সরকার যে ৩৫ পয়সা দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে তার কোন প্রয়োজন নেই বরং তার চাইতেও প্রতি ইউনিটে ৪৩ পয়সা বা বছরে ২ হাজার ৩১৮ কোটি টাকার বেশি সাশ্রয় করা সম্ভব এক পয়সাও দাম না বাড়িয়ে।

দীর্ঘদিন ধরেই বলা হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ নয়, জনগণের স্বার্থের কথা ভাবলে বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ানো নয়, কমানো সম্ভব। বিশেষ করে বিদ্যুতের কথা যুক্তি ও তথ্য উপাত্ত দিয়ে বলা হয়েছে বার বার। রেন্টাল এবং কুইক

রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরকার গ্যাস সরবরাহ করে এবং তাদের কাছ থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনে। রেন্টাল, কুইক রেন্টালে গ্যাস সরবরাহ না করে সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ বাড়ালে প্রায় ১ হাজার ৩০১ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। জ্বালানি দামের সমন্বয় করলে ফার্নেস ওয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ২ হাজার ১১০ কোটি টাকা এবং ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৫৬০ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। ডিজেলভিত্তিক ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ রেখে কম খরচের বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রাখলে উৎপাদনে ব্যয় সাশ্রয় হতো ৭৫২ কোটি টাকা। অর্থাৎ, মেঘনা ঘাট আইপিপিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি নীতি পরিবর্তন করলে প্রায় ৭ হাজার ৮৪৩ কোটি টাকা সাশ্রয় করা যায়। জ্বালানির দাম কমার সাথে সমন্বয় করলে ২ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা উৎপাদন খরচ কমানো যায় বলে যে দাবি করা হয়েছে গণশুনানিতে বিইআরসি'র সদস্যও তা স্বীকার করে বলেছেন, অতটা নয়, তাদের হিসেবে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা কমানো যায়। অথচ ৩৫ পয়সা প্রতি ইউনিট দাম বাড়ালে সরকারের বাড়তি আয় হবে ১ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা। এর আগে বলা হয়েছিল, অপচয়-দুর্নীতি ও ভুলনীতির পথ পরিহার করলে বিদ্যুতের দাম প্রতি ইউনিট এক টাকা ৫৬ পয়সা কমানো সম্ভব। দাম কমানোর গণশুনানিতে এই দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু সরকার এই কথা শুনলেন না। দেশি-বিদেশি বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী, এলএনজি ব্যবসায়ী, বিদ্যুৎ আমদানিকারকদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে সাধারণ জনগণের উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপানো হল। বিদ্যুৎ এমন একটি পরিষেবা যা অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন খরচের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কৃষি, ধান থেকে চাল উৎপাদন, গম থেকে আটা তৈরিসহ কৃষি পণ্য উৎপাদন, শিল্প পণ্য উৎপাদন, ইজি বাইকসহ যানবাহন, ওয়াসার পানি উৎপাদন সব কিছুতেই বিদ্যুতের ব্যবহার হয়। ফলে সরকার দাম বাড়িয়ে যত টাকা আয় করবে তার বহুগুণ খরচ বাড়বে সাধারণ মানুষের। এমনিতেই চাল, পিয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনগণ দিশেহারা তার ওপর বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির খড়্গ জনজীবনকে অসহনীয় করে তুলবে।

বিদ্যুৎ, গ্যাস পানি'র দাম বাড়ানো, বাসাবাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোর সময় সরকার এমন যুক্তি করে যে দাম না বাড়ালে রাষ্ট্র চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। দেশের স্বার্থে দাম বাড়ানো দরকার। কিন্তু দেশ থেকে টাকা পাচার, ব্যয়বহুল সেতু, রাস্তা–ফ্লাইওভার নির্মাণ, মন্ত্রী-আমলাদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর সময় মনেই হয় না দেশে অভাব আছে। জনগণের প্রতি চূড়ান্ত দায়হীনতা আর লুটেরা ধনিক শ্রেণির প্রতি দায়িত্বপালনের মানসিকতার কারণে এটা ঘটেই চলেছে। এর বিরুদ্ধে যদি রুখে দাঁড়ানো না যায় তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় আঘাত আসবে সাধারণ মানুষের জীবনে।

জনগণের প্রতি আহবান, আসুন কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ রক্ষায় মুষ্টিমেয় বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী ও তাদের মুনাফার পাহারাদারদের বিরুদ্ধে রাজপথে নামি।